# যাকাত প্রসঙ্গে

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
MOULANA MD. IMAD UDDIN CHCWDHURY FULTALI

# যাকাত প্রসঙ্গে

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী)

ফুলতলী পাবলিকেশন

**প্রকাশক**
লোকমান আহমদ চৌধুরী (ছাদী)
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট

স্বত্ব : প্রকাশক

**৪র্থ সংস্করন**
**জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজি**
**পৌষ ১৪২৫ বাংলা**
**রবিউস সানি ১৪৪০ হিজরী**

বিনিময় ঃ ২০/-(বিশ টাকা)

## সূচী পত্র


| | |
|---|---|
| মাটির পৃথিবীতে বিচিত্র হাট | ৪ |
| এই দুনিয়া পরীক্ষা ক্ষেত্র | ৫ |
| পরপারের ডাক | ৫ |
| জীবনের হিসাব অবশ্যই দিতে হইবে | ৬ |
| পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা | ৬ |
| যাকাতের গুরুত্ব | ৭ |
| যাকাত রহমতের কারণ | ৮ |
| গরীব মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাইতে যাকাতই যথেষ্ট | ১১ |
| যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি | ১২ |
| অমুসলিমদিগকে যাকাত দেয়া যায় না | ১৪ |
| যে আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে | ১৬ |
| আমিলীন | ১৬ |
| فِي سَبِيْلِ اللهِ সম্পর্কে কিছু কথা | ২০ |
| ধনবান ব্যক্তির নোট | ২২ |

# মাটির পৃথিবীতে বিচিত্র হাট

পৃথিবীর চারি ভাগের তিন ভাগ অথবা তার চেয়ে বেশী পানি। মহা সমুদ্রের আশেপাশে সামান্য স্থল ভাগের বিরাট অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে বনভূমি, মরুভূমি বরফাবৃত অঞ্চল। সীমিত স্থানে বনি আদমের অস্থায়ী নিবাস। আদম সন্তান এখানে আসে আবার তাহার কর্ম ফল লইয়া অন্য এক অচিন দেশে পাড়ি দেয়। পিছনে পড়িয়া থাকে তার পার্থিব সম্পদ। সঙ্গে লইয়া যায় তার কর্মফল। ভূস্বামী ভূমিহীন, পিতৃছায়া হইতে বঞ্চিত এতিম, মা-বাবার স্নেহে লালিত আদরের দুলাল, স্বামীহারা শোকাতুরা বিধবা, স্বামী স্নেহে গর্বিতা সধবা, পর্ণকুঠিরবাসী, ঐশ্বর্যগর্বে মত্ত প্রাসাদবাসীর বিচিত্র সমাবেশ এই দুনিয়া।

কেহ দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানায় পরম সুখে নিশি যাপন করেন, আবার কেহ ছেড়া কাঁথা মুড়ি দিয়া কুঁড়ে ঘরে অতি কষ্ঠে রাত্রি যাপন করেন।

ধনী বাহিরে যাইবার সময় ভালভাবে নিরীক্ষণ করেন ইস্ত্রি করা কাপড়ের ভাজ ঠিক আছে কিনা, গরীব বেচারা বার বার পরীক্ষা করে তাহার জীর্ণ বসনের একাধিক বন্ধন ঠিক আছে কিনা।

লক্ষপতি হয়তো মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিবেশিত বিবিধ ব্যঞ্জনের কোন একটিতে ঘির অল্পতা হেতু গৃহিনীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন; ঠিক সেই সময় তাহার গরীব প্রতিবেশী ছয় বছরের মেয়ে ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়া কাতর স্বরে মাকে বলিতেছে “মাগো ! তোর পায়ে ধরি ঐ শিকায় ঝুলানো হাড়ি থেকে এক মুষ্টি ভাত ‘দে’গো ‘মা’।

মা সজল নয়নে শূন্য হাড়িটার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর মেয়েকে কোলে টানিয়া লইয়া তার কচি শুষ্ক দুইটি অধর তাহার আঁখিনীরে সিক্ত করিলেন।

## এই দুনিয়া পরীক্ষা ক্ষেত্র

রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অল্প দিনের মেয়াদে এই বিচিত্র হাটে পাঠান।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

**তরজমাঃ** নিশ্চয় আমি মানুষকে সম্মিলিত শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি যেন আমি তাহাকে পরীক্ষা করি; তজ্জন্য আমি তাহাকে শ্রবণকারী দর্শনকারী করিয়াছি। (পারা ২৯, সূরা দাহর, আয়াত ২)

## পরপারের ডাক

এই বিচিত্র হাটে বেচা কেনা শেষ করিতে না করিতে পরপারের ডাক আসে।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

**তরজমাঃ** বলে দিন, যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, ফলত নিশ্চয় উহা তোমাদের উপর আপতিত হইবে; তৎপর তোমরা অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে; অনন্তর তোমরা যাহা করিয়াছিলে, তিনি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে বিজ্ঞপিত করিবেন। (পারা ২৯, সূরা জু'মা আয়াত ৮)

## জীবনের হিসাব অবশ্যই দিতে হইবে

তারপর একদিন পথের ফকির, রাজা মহারাজা, সবাইকে স্রষ্টার সম্মুখে জীবনের হিসাব দিতে হইবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ

**তরজমা ঃ** (সমবেত হওয়ার) শিঙ্গা ফুকা হইবে, সেইদিন ফিরিয়া যাইবার দিন। (পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ২০)

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(সূরা মু'মিন, আয়াত ১৬)

## পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

জীবন প্রভাত হইতে মরণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলার পথে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সমূহ কি এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণের মারফৎ যুগে যুগে স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا

**তরজমাঃ** নিশ্চয় আমি তাহাকে সুপথে পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলাম তৎপর সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ হইতেছে। (সূরা দাহর, আয়াত ৩)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। (সূরা আল-ইমরান, আয়ত ১৯)

## যাকাতের গুরুত্ব

আমাদের প্রথমে জানা উচিত ইসলামের মূল বুনিয়াদ কয়টি এবং কি কি?

সৈয়দুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত :

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةَ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

## ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর

১. এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।)

২. নামায কায়েম করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. রামদ্বানে রোজা রাখা।

৫. বয়তুল্লাহ যিয়ারতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য হজ্জ আদায় করা।

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে বহু জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাতের আদেশ দান করিয়াছেন। তাই যাকাত ও নামাযের মত একটি ফরজ। সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে অর্থাৎ যাকাতের আদেশকে নামাযের মত গুরুত্ব সহকারে পালন না করিবে তাহাদের সাথে জিহাদ করিব।

## যাকাত রহমতের কারণ

আল্লাহর দেওয়া সম্পদ দ্বারা সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের ফলে দাতা আল্লাহর করুণা ভান্ডার হইতে রহমত লাভ করিতে পারেন। তাহার হৃদয়ে এক ধরণের শান্তি অনুভব করণে যাহা অর্থের বিনিময়ে লাভ করা সম্ভবপর নয়। একজন সাধারণ ধনী দাতা তাহার হৃদয়ে যে শান্তি লাভ করেন, কৃপন বা কুসীদজীবি কোটি পতিদের হৃদয়ে তাহার কনামাত্র ও নাই।

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

**তরজমাঃ** সর্ব বিষয়েই আমার করুণা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব আমি তাহাদেরই জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি যাহারা সংযত হয় ও যাকাত প্রদান করে এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহ বিশ্বাস করিয়া থাকে। (পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৬)

বিশ্ব জগতের কোন প্রাণী খোদার রহমত হইতে বঞ্চিত নহে। অবস্থা সম্পন্ন মানুষ দুঃখী জনের উপর খানিক দয়া, মায়া ও ছায়া বিতরণ করিয়া পরম সত্য খোদা প্রদত্ত রহমত লাভ করিতে পারে।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِيْ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ
هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ط

(সূরা তাওবাহ, আয়াত ৩৪,৩৫)

**তরজমাঃ** যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না ফলতঃ তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তির সংবাদ দিন। যেদিন ঐ সমস্ত নরকাগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করা হইবে, তখন

তদ্দারা তাহাদের পার্শ্ব সমূহ ও তাহাদের পৃষ্ঠসমূহ দগ্ধ করা হইবে যে ইহা তাহাই যাহা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলে। ফলতঃ তোমরা যাহা সংগোপনে সঞ্চিত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর। (সূরা তাওবাহ, আয়ত ৩৪,৩৫)

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْامَعَ الرّٰكِعِيْنَ

**তরজমাঃ** তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর আর যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

**তরজমাঃ** তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধ করুন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য চিত্ত প্রশান্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা তাওবা, আয়াত ১০৩)

সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন-

مَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكٰوةَ اِلَّا اَبْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِالسِّنِيْنَ

কোন গোষ্টি যাকাত আদায় না করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষগ্রস্থ করেন।

তিনি আরও ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ধন দান করিলেন সে যদি যাকাত না দেয় কিয়ামতের দিন তাহার ধন বিষাক্ত নেড়ে সর্পের রূপ ধারণ করিয়া গলা পেচাইয়া ধরিয়া দংশন করিতে করিতে বলিবে আমিই তোমার মাল আমিই তোমার সঞ্চিত ধন। (বুখারী)

প্রতিদিন ভোরে আকাশ হইতে দুইজন ফেরেস্তা অবতীর্ণ হন, একজন এই বলিয়া দু'আ করেন, "হে আল্লাহ দাতাকে তাহার মালের বদলা দাও।" অন্যজন এই বলিয়া দু'আ করেন, "হে আল্লাহ কৃপনকে ধ্বংস কর"।

(বুখারী, মুসলিম)

## গরীব মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাইতে যাকাতই যথেষ্ট

عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِم الْقَدْرَ الَّذِى يَسَعُ فُقَرَاءَ هُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاعُوْ اِلَّابِمَا يَمْنَعَ اَغْنِيَاءُهُمْ

اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا اَوْيُعَذِّبُهُمْ

عَذَابًا اَلِيْمًا (فضائل صدقات)

আল্লাহ তা'আলা অবস্থাশালী মুসলমানদের উপর এই পরিমাণ ছদ্কা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যাহা মুসলমান ফকিরদের জন্য যথেষ্ট। এই পরিমাণ পাইলে তাহাদের আর অন্ন বস্ত্রের জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। যদি ধনীরা তাহাদের ধন দানে বিরত না থাকে। স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের চরম বিচার করিবেন এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

(ফাযায়েলে সাদাকাত হইতে উদ্ধৃত)

## مصارف زكوة

## যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি

নিজের খেয়াল খুশিমত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে যাকাত দিলে চলিবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যাকাত কাহাকে দিতে হইবে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

যাকাত কেবল মাত্র ফকির মিসকিন, ভারার্পিত কর্মচারীবৃন্দ ও অনুরাগী অন্তর বিশিষ্টদিগের এবং বন্দিবৃন্দ ও ঋণগ্রস্তগণের এবং আল্লাহর পথ ও পথিক দিগের জন্য। ইহা আল্লাহ হইতে নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। ( সূরা তাওবাহ, আয়াত ৬০)

**মিককিন ঃ** যাহার কোন মাল সম্পদ নাই তাহাকে মিসকিন বলে। এমনকি ক্ষুধা নিবারণের অন্ন ও আবরু রক্ষা করার মত বস্ত্র নাই তাকেই মিসকিন বলে।

**ফকিরঃ** যাহার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ছাড়া নেছাব পরিমাণ মাল নাই তাহাকে ফকির বলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আবু যর গিফারী (রা.) আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যাকাত দান করার নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা কি ? তদোত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আবু যর ! যে ব্যক্তি আমানতদার নয় সে ঈমানদার নয়।

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করেনা তার নামায মকবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা ধনশালী ব্যক্তিদের সম্পদের যাকাত এই পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে পরিমাণ তাহাদের ফকিরদের জন্য যথেষ্ট।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন- আমাদিগকে নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে

ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার নামায গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ নামাযের ফরজ আদায় হইলেও প্রকৃত ছওয়াব দেওয়া হয় না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী প্রদান করিয়াছেন ঃ কুল মাখলুক (সমস্ত সৃষ্টি) আল্লাহ তা'আলার পরিজন। আল্লাহ তা'আলার সমীপে সেই ব্যক্তি অধিক প্রিয় যে তাহার পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (মিশকাত)

## অমুসলিমদিগকে যাকাত দেয়া যায়না

অমুসলিম মিসকিন হইলেও তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু খয়রাত অমুসলিমকেও দেয়া যায়। এই ভাবে কাফফারা, ফিদিয়া ইত্যাদি দেয়া যাইবে না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

تَصَدَّقُوْا عَلَى اَهْلِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا

প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে দান কর।

আমাদের প্রতিবেশী এমন অনেক হিন্দু রহিয়াছে যাহারা নিঃসহায় ক্ষুধার আগুন নিভাইবার উদ্দেশ্যে সারা দিনমান পরিশ্রম করিয়া ও একবেলা আহারের সংস্থান করিতে পারেনা। এমন অনেক বিধবা, এতিম, আশ্রয়হীন রহিয়াছে যাহাদের এই দুনিয়াতে আপন বলিতে কেহ নাই! তাহাদিগকে দান করিলে নিশ্চয় ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। তবে যাকাত দেয়া যাইবে না। মানুষ কেন নগন্য জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া কত পথ ভোলা মানুষ আল্লাহর সাচ্চা আশেক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

হাদিস শরীফে আছে -

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

দুনিয়াবাসীর প্রতি করুনা প্রদর্শন কর, আকাশের অধিপতি তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করিবেন।

**আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল "যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি"।**

যাকাত দাতাদের প্রথম দেখা উচিত আত্নীয়দের মধ্যে কোন ফকির, মিসকিন আছে কিনা। যদি থাকে তাহাদিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কেননা আত্নীয়কে দান করিলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। তারপর প্রতিবেশী অন্যান্য গরীবকে দান কার উচিত।

আত্নীয়গণকে যাকাত দান করিলে দ্বিগুণ ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। এক ছাওয়াব দানের ও অন্য ছাওয়াব আত্নীয়দের সাথে ভাল ব্যবহারের।

## যে আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে

যাকাত নিজের মা, বা উর্দ্ধতন পুরুষ এবং (ছেলে) পুত্র-পৌত্র বা নিম্নতম পুরুষকে দান করা জায়েয নহে। স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যকে যাকাত দিতে পারিবে না।

**বণি হাশিম ঃ** সম্মানিত বণি হাশিম বংশের মিসকিন ফকির যাকাত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সৈয়দুনা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি
ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন-

ان الصدقة لا تحل لآل محمد انما هى اوساخ الناس

ছদকা আহলে মুহাম্মদের (صلى الله عليه وسلم) জন্য হালাল নয়। কেননা ইহা লোকের মালের ময়লা। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর একটি অভিমত জ্যাষ্টিস পীর করমশাহ (রহঃ) দ্বিয়াউল কোরআনে جصاص এর احكام القران এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন, বণি হাশিম বণি হাশিমের লোককে যাকাত দিতে পারিবেন।

## عاملين
## আমিলীন

ইসলামী হুকুমত যেসব কর্মচারী দ্বারা যাকাত সংগ্রহ করেন তাহাদিগকে "আমীল" বলা হয়।

তাহাদের উপার্জনের সময়টুকু এই মহৎ কাজে ব্যয় করেন বলিয়া যাকাতের মাল হইতে নির্ধারিত হারে তাহাদের প্রয়োজন মিটানো ইসলামী হুকুমতের কর্তব্য।

তাহারা হুকুমতের মাধ্যমে গরীবদের ওকিল হিসাবে যাকাত সংগ্রহ করেন এবং হুকুমতের মাধ্যমে গরীবরা তাহাদের হক হইতে আমিল দিগকে দেন। ওকিল হওয়ার অধিকার তাহারা ইসলামী হুকুমতের প্রধান হইঁতে লাভ করেন।

বর্তমানে আমিল সঠিক আমিল নাই। তাই যাকাত দাতারা আমিল তালাশ না করে সঠিক ভাবে যাকাত দিবেন।

কোন সংঘ, মাদ্‌রাসা বা প্রতিষ্ঠান যদি যাকাত সংগ্রহ করার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তবে ঐ ব্যক্তি "আমিল" হইতে পারেন না। যাকাতের টাকায় তাহাদের বেতন দেওয়াও জায়েয হইবে না।

তাহারা যাকাত দাতার ওকিল, যাকাত গ্রহণকারী ফকির, মিসকিনদের ওকিল নহেন। তাহাদের হাতে ধনীরা এই আশায় যাকাত দেন যেন তাহাদের যাকাত ফকির মিসকিনদের হাতে পৌঁছে। এমতাবস্থায় ঠিক পাত্রে যাকাত পৌঁছাইয়া না দিলে যাকাত আদায় হইবে না।

কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফত যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ঐ ব্যক্তি ও ছাওয়াব পাইবেন।

# مؤلفة القلوب

# মুয়াল্লাফাতুল কুলুব

রাহমাতুল্লিল আলামীনঃ সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা দ্বারা দূর্বল বিশ্ববাসীদের অন্তঃকরণে ঈমানের রশ্মি পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে যাকাতের কিছু অংশ যাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন তাহাদিগকে **مؤلفة القلوب** বলা হইত।

ক্রমে মুসলমানরা শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের সময়ই এই শ্রেণী লোপ পায়।

মুয়াল্লাফাতুল কুলুব হিসাবে কোন অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া হয় নাই।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কয়েকজনকে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব হিসাবে যাকাত দান করিয়াছিলেন ইমাম কুরতুবী তাহাদের নাম উল্লেখ করার পর বলিয়াছেন :

بِالْجُمْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ مِّنْهُمْ كَافِرٌ

**মোটকথা-** এই মুআল্লাফাতুল কুলুব সবই ছিলেন মুসলমান। তাহাদের মধ্যে কেহই কাফির ছিলেন না।

**তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে-** ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাফিরের মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাতের কিছু দান করিয়াছেন।

**وَفِى الرِّقَابِ দাস মুক্তিতে**

যাকাত দ্বারা কৃতদাসকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। এমন কৃতদাস যাহার মনিব তাহাকে বলিয়াছে এত পরিমাণ ধনোপার্জন করিয়া আমাকে দিলে তোমাকে মুক্তি দিব। এই ধরনের দাসকে যাকাত দ্বারা মুক্ত করার বিধান রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পুর্বে মানুষ মানুষকে খরিদ করিয়া তাহাদের সাথে গরু ছাগলের মত ব্যবহার করিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সহচরগণ দাসদের প্রতি এত সদয় হন যে তাহাদের হৃদয় হইতে দাসত্ব বোধ প্রায় লোপ পায়।

সাথে সাথে ইসলামে এমন সব বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় যাহাতে দাসরা সহজে মুক্তি পাইতে পারে। ফলে ক্রমে ক্রমে মুসলিম জগত হইতে দাসত্ব প্রথা প্রায় লোপ পায়।

**وَالْغَارِمِيْنَ ঋণগ্রস্ত**

অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তি যাহার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ নাই। এই সঙ্গে একটি শর্তের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে; সে যদি পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে ঋণ হয় তবে যাকাতের পয়সা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা চলিবে না। যেমন সুরাপায়ী

### فِي سَبِيْلِ اللهِ আল্লাহর রাস্তায়

নীতি শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, "ফিসাবিলিল্লাহ" দ্বারা দুই শ্রেণীর মানুষকে বুঝানো হইয়াছে।

১. যে মুজাহিদের হাতিয়ার ও যুদ্ধ সামগ্রী খরিদ করার সামর্থ্য নাই।

২. যাহার উপর হজ্জ ফরজ ছিল কিন্তু এখন সে গরীব হজ্জ করার মত টাকা পয়সা নাই।

## فِي سَبِيْلِ اللهِ সম্পর্কে কিছু কথা

কুরআন শরীফে একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তরফ হইতে কোন শব্দ কোন স্থানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানিতেন।

আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحى-

(সূরা নাজম, আয়াত ৩-৪)

তিনি নিজের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কিছু বলেন না বরং তিনি যাহা বলেন তাহা ওহী, আল্লাহর তরফ হইতে নাযিল করা হয়।

কাজেই আমরা সব শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে হাদীস এবং হাদীস অবলম্বনে রচিত তসফীর মারফত অবগত হইতে পারি।

সাধারণ বিবেক সম্পন্ন মানুষও বুঝিতে সক্ষম যে সব ভাল কাজে যাকাত খরচ করা জায়েয হইলে আল্লাহ আট শ্রেণীর কথা এত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন না।

যদি فِى سَبِيْلِ اللهِ অর্থ যে কোন উত্তম কর্ম হইত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাহার খলিফাগণ নির্ধারিত পাত্রে যাকাত দান না করিয়া অন্যান্য ভাল কাজেও খরচ করিতেন।

আমার ক্ষুদ্র পুস্তক খানার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণ বা যাকাতের সঠিক পাত্র সম্পর্কে আলোচনা করা। যাকাত আদায়কারীর মালিকানা এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মিসকিন, ফকিরকে জরুরী দ্রব্য রোজগারের উপকরণ, গৃহ, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি দিতে পারেন। যাহাকে যাকাত দেয়া হইবে তিনি সরাসরি যাকাতের মালিক হইবেন।

মসজিদ, মাদ্‌রাসা, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা মুসলমানদের জরুরী কর্তব্য; কিন্তু যাকাতের টাকা এই খাতে ব্যয় করা যাইবে না। কারণ ব্যক্তি মালিকানা পাওয়া যাইতেছেনা এইভাবে দ্বিনী প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েরা অথবা শিক্ষক যদি মিসকিন ফকির হন তবে তাহাদিগকে সরাসরি অথবা বিশ্বস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে যাকাত দিতে পারেন। এই বিশ্বস্থ ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে যাকাত পৌঁছাইলে সাওয়াব পাইবেন।

# ধনবান ব্যক্তির নোট বুক

বিজ্ঞ পাঠক !

আপনি যদি বিত্তশালী মুসলমান হন, তবে আপনার কাছে এমন একটি নোট বুক থাকা উচিত, যে নোট বুক আপনার প্রতিবেশী এতিম, বিধবা, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, কার্যক্ষম বৃদ্ধ, ছিন্নমূল, সর্বহারা জনগণের নামও তাহাদের দুঃখপূর্ণ জীবনের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকিবে। সময় সময় তাহাদের দুঃখভরা রাত আর নিরাশা আঁধারে ঘেরা দিনগুলির করুণ চিত্র আপনার হৃদয়ে ফলপ্রসু জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিবে। এই নোট বুক খুলিয়া দেখিতে পাইবেন কত অভাগাজন জীর্ণ কুড়ে ঘরে ভিজিতেছে, কত শোকাতুরা বিধবা নিরাশ্রয় সন্তানদের কথা ভাবিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছে। অপারগ হইয়া মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত ছেড়া লুঙ্গি দ্বারা থলি বানাইয়া কচি বাচ্চাদের ভিখারী সাজাইয়া বাহির করিতেছে। এই নোট বুক আপনাকে সঠিক পাত্রে যাকাত দান করিতে সাহায্য করিবে। নফল খয়রাতও ঠিকমত বন্ঠন করিতে পারিবেন। এইভাবে সুখে দুখে তাহাদেরই একজন হইয়া মানব জন্ম স্বার্থক করিতে পারিবেন। মৃত্যুর পর অসহায় বনি আদমকে দয়া প্রদর্শনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মুক্তি দিবেন।

মাওলানা রুমি (র.) এর মসনবী হইতে এখানে দু ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম-

رحم خوای رحم کن بر اشکبار

رحم خوای بر ضعیفاں رحمت آر

তুমি যদি আল্লাহর রহমত চাও তবে তাদের উপর রহম কর; যাঁদের নয়নের জলে বুক ভাসিতেছে। যদি আল্লাহর রহমত চাও তবে দুর্বলের উপর রহম কর।

গুজারিশ

**যাহারা যাকাতের মাছাইল সম্পর্কে অবগত হইতে চান তাহারা যেন উক্ত বিষয়ে লিখিত বই পুস্তক পাঠ করেন।**

**সমাপ্ত-**

# আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

| পুস্তকের নাম | প্রণেতা |
|---|---|
| • মুনতাখাবুছ ছিওর ১ম খন্ড (উর্দু) | আল্লামা ছাহেব কিব্‌লাহ ফুলতলী |
| • মুনতাখাবুছ ছিওর ২য় খন্ড (উর্দু) | ” |
| • মুনতাখাবুছ ছিওর ৩য় খন্ড (উর্দু) | ” |
| • আল কাওলুছ ছাদীদ (উর্দু) | ” |
| • নালায়ে কলন্দর (উর্দু) | ” |
| • আনোয়ারুছ্ ছালিকীন (উর্দু) | ” |
| • মুনাজাতে ইয়াকুবী (উর্দু) | ” |
| • শজরায়ে তায়্যিবা (উর্দু) | ” |
| • হিফযুল বাহার (অজিফা) | ” |
| • বালাই হাওরের কান্না | মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, ফুলতলী |
| • আদর্শ গল্প সংকলন | ” |
| • আল কাওলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ) | ” |
| • প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা | ” |
| • আলী বিন হুছাইন হযরত জয়নুল আবিদীন (রাঃ) [জীবনী] | ” |
| • হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) [জীবনী] | |
| • হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ) [জীবনী] | ” |
| • হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) [জীবনী] | ” |
| • মুনতাখাবুছ ছিওর (বঙ্গানুবাদ) | ” |
| • আনোয়ারুছ্ ছালিকীন (বঙ্গানুবাদ) | ” |
| • গাজওয়ায়ে তাবুক (বঙ্গানুবাদ) | ” |
| • চল মুসাফির পাক মদীনায় | ” |
| • সাধারণ কবিতা | ” |
| • কদু ও মধুর উপকারিতা | ” |
| • দ্বিয়াউন্নবী (সাঃ) (বঙ্গানুবাদ) | ” |
| • আল কাওলুছ ছাদীদ (ইংরেজি) | ” |
| • প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজি) | ” |
| • রাহগীরে মদিনা | ” |
| • চল্লিশ হাদীস | ” |
| • যাকাত প্রসঙ্গে | ” |

ফুলতলী পাবলিকেশন